৯ মার্চ ২০১৮ — ৯ মার্চ ২০১৯

পাল্টে দেয়ার একটি বছর

জনতার চোখে

স্যন্দন পত্রিকা ৩ বিশেষ ক্রোড়পত্র

আগরতলা, ৯ মার্চ, শনিবার, ২০১৯

যৌবনের শক্তি আর মেধার বিকাশেই আমরা ব্রতী

সরযূ চক্রবর্তী

রাজ্যে পরিবর্তনের এক বছর নানা দিক থেকেই ছিল ঘটনাবহুল। বহু প্রত্যাশাকে সামনে রেখে রাজ্যের জনগণ প্রথমবারের মত বিজেপি জোটের সরকারকে রাজ্যে ক্ষমতায় বসিয়েছিলেন। নয়া সরকার পাঁচ বছরের মেয়াদের প্রথম বছরটি অতিক্রম করেছে। কতটা প্রত্যাশা পূরণ হয়েছে রাজ্যবাসীর? এই প্রশ্নটাকে সামনে রেখে স্যন্দন পত্রিকা রিপোর্ট কার্ড খুঁজেছে মন্ত্রী মনোজ কান্তি দেবের কাছে। মন্ত্রিসভায় দুটি গুরুত্বপূর্ণ দপ্তরের দায়িত্ব পালন করছেন তিনি। একটি খাদ্য ও জনসংভরন এবং অপরটি যুবকর্মসূচী ও ক্রীড়া দপ্তর। খোলামেলা আলোচনায় মন্ত্রী মনোজকান্তি দেব এই প্রতিবেদকের কাছে তুলে ধরেন দুটি দপ্তরের এক বছরের রিপোর্ট কার্ড।

খাদ্য ও জনসংভরন দপ্তর ঃ

ভুয়া রেশন কার্ড বাতিল ঃ

রাজ্যে বিজেপি শাসিত নয়া জোট সরকার ক্ষমতায় আসার পর সবথেকে বড় চ্যালেঞ্জ ছিল সরকারকে সঠিক পথে চালিত করা। আর এই কাজ করতে গিয়ে ২৫ বছরের একটা বিশাল সিস্টেমের বিরুদ্ধে লড়াই করতে হয়েছে। কারণ প্রতিটি ক্ষেত্রেই ছিল ব্যাপক অনিয়ম এবং দুর্নীতির অভিযোগ। প্রথমেই জোর দেয়া হয় ভেঙে পড়া রেশন ব্যবস্থাকে চাঙ্গা করা। আর এই কাজ করতে গিয়ে রাজ্যের বিভিন্ন রেশন দোকানগুলিতে ৬২ হাজার ভুয়ো রেশন কার্ড চিহ্নিত করে বাতিল করা হয়েছে। যারা ওই ভুয়া কার্ডের মাধ্যমে প্রতিমাসে রেশন সামগ্রী চুরি করতো! আর এর ফলে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের আর্থিক ক্ষতির পরিমাণ ছিল ৫ কোটি টাকার উপর! সেই সঙ্গে গোটা বিষয়টিতে স্বচ্ছতা আনতে রাজ্যের এক হাজার ৮০৬টি রেশনের দোকানে ই-পজ মেশিন চালু করা হয়েছে। যার মাধ্যমে আঙ্গুলের ছাপ দিয়ে রেশন তোলার ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে।

এফসিআই-এর মাধ্যমে ধান কেনা ঃ

রাজ্যের ইতিহাসে প্রথমবারের মত রাজ্য সরকার এফ সি আই-এর মধ্যে ধান কিনে রাজ্যের কৃষি শ্রমিকদের রোজগারের পথ দেখিয়েছে। যা এক ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত। এবছর মোট ১০ হাজার ৪৮০ মেট্রিক টন ধান রাজ্যের কৃষি শ্রমিকদের কাছ থেকে কেনা হয়েছে। এতে ৫ হাজার ৫০০ কৃষক ভীষণভাবেই উপকৃত হয়েছেন। কৃষি শ্রমিকরা ধানের দ্বিগুন মূল্য পেয়েছেন। শুধু তাই না রাজ্যের প্রত্যন্ত এলাকার ১০টি ব্লকে গত বছরের জুলাই ও আগস্ট মাসে প্রতিটি পরিবারকে ২০ কেজি করে চাল বিনামূল্যে দিয়েছে সরকার। এতে ৩ কোটি টাকা খরচা হয়েছে।

এলপিজি কানেকশন ঃ

রাজ্যে বিজেপি জোট সরকার ক্ষমতায় আসার পর রাজ্য জুড়ে এলপিজি কানেকশন দেয়ার ক্ষেত্রে গোটা দেশে নয়া রেকর্ড গড়েছে। গত এক বছরে দুই লক্ষ ৪০ হাজার নয়া কানেকশন দেয়া হয়েছে গোটা রাজ্যে। যেখানে বিগত সরকার দিয়েছেন মাত্র ৩৪ হাজার কানেকশন। এর ফলে এক লাফে ৫২ শতাংশ থেকে ৮০ শতাংশতে পৌঁছে যায় সংযোগ। আর এতো নয়া কানেকশন দেয়ার পড়েও রাজ্যে এলপিজি'র কোন সংকট হয়নি। গোটা বিষয়টাকে সুচারুভাবে করা হয়েছে। এতে রাজ্যের মানুষ ভীষণভাবেই উপকৃত হচ্ছেন।

রেশনে ডাল বিতরণ ঃ

রাজ্যের রেশন দোকানগুলিতে ভর্তুকির মাধ্যমে ডাল দেয়ার উদ্যোগ নেয় নয়া সরকার। প্রতি কার্ড পিছু এক কেজি মুশুর ডাল দেয়া হচ্ছে রেশন দোকানে। যা এই সরকারের এক জনমুখি পদক্ষেপ। নতুন অর্থ বছরের এপ্রিল মাস থেকেই মিড ডে মিল এবং অঙ্গনওয়াড়ী কেন্দ্রগুলিতেও ডাল দেওয়ার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। সেই সঙ্গে রাজ্যের বর্তমান সরকার নতুন অর্থ বছরে রেশন দোকানে কার্ড পিছু এক কেজি করে চিনি ভর্তুকির মাধ্যমে দেয়ার উদ্যোগ নিয়েছে। ২০১৭ সালে গোটা দেশে রেশন দোকানে চিনি দেয়া বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। ত্রিপুরা এই ক্ষেত্রে নয়া নজীর গড়তে চলেছে।

পেট্রোল - ডিজেল ঃ

রাজ্যে নয়া সরকার ক্ষমতায় আসার পর পেট্রোপণ্য নিয়ে কোন সংকট যাতে তৈরি না হয় এবিষয়ে কঠোর পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে। গত এক বছরে তাই কোন সংকট ছিল না। পেট্রোপণ্যের মজুত ছিল যথেষ্ট। নয়া অর্থ বছরে রাজ্যে আরো ১৫১টি বিওসি এবং ৪১টি এলপিজি আউটলেট খোলার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। নতুন গোডাউন তৈরি হচ্ছে ৩টি। কেনা হয়েছে ৪টি নতুন ট্রাক। সব মিলিয়ে একেবারে ঢেলে সাজানো হচ্ছে দপ্তরকে।

যুব কর্মসূচী ও ক্রীড়া দপ্তর ঃ

স্পোর্টস অ্যাক্ট চালু ঃ

রাজ্যে বিজেপি শাসিত জোট সরকার ক্ষমতায় আসার পর ক্রীড়া ক্ষেত্রে সবথেকে বড় পদক্ষেপ ছিল ভেঙে পড়া ক্রীড়া কাঠামোতে লাগাম টানা এবং নতুন ভাবে ক্রীড়া ক্ষেত্রকে সাজিয়ে তোলা। রাজ্যে বিভিন্ন ক্রীড়া সংস্থাগুলি দীর্ঘদিন ধরেই চলছিল লাগামহীনভাবে। কোন পরিবেশ ছিল না কাজের। সব থেকে বড় বিষয় ছিল প্রায় বেশিরভাগ ক্রীড়া সংস্থায় একাধিক কমিটি! এতে রাজ্যের খেলোয়াড়রা ভীষণভাবে বঞ্চিত হচ্ছিল। এই অবস্থায় একটা শক্ত আইন প্রণয়নের মাধ্যমে ক্রীড়া সংস্থাগুলিরে মধ্যে এই ধরণের উশৃংখলতা বন্ধ করতে তৈরি হয় 'ত্রিপুরা স্পোর্টস অ্যাক্ট'। এরাজ্যের খেলাধুলাকে বাঁচাতে রাজ্য বিধানসভা ওই অ্যাক্টটি গ্রহণ করে গত বছরের জুলাই মাসে। আর রাজ্য মন্ত্রিসভা ওই অ্যাক্টটির রুলস-এর অনুমোদন দেয়। ফলে রাজ্যের ক্রীড়া সংস্থাগুলির মধ্যে যে লাগামহীন অবস্থা চলছিল তা দূর হতে চলেছে। সমস্ত ক্রীড়া সংস্থাগুলিকে ত্রিপুরা ক্রীড়া পর্ষদের একটা ছাতার তলায় আসতেই হবে। ত্রিপুরার নাম ব্যবহার করে সরকারের অনুমতি ছাড়া এখন থেকে আর কোন ক্রীড়া সংস্থা গঠন করা যাবে না। নয়া সরকারের এই বলিষ্ঠ পদক্ষেপ রাজ্যের ক্রীড়া ক্ষেত্রে এক ঐতিহাসিক কাজ হিসেবেই চিহ্নিত হয়ে থাকবে। আর এর ফলে বিগত সরকারের দীর্ঘ সময়কালের ক্রীড়া ক্ষেত্রে দুর্নীতিতে নিয়ন্ত্রণ আনা সম্ভব হবে।

ফোম পিট চালু ঃ

জিমন্যাস্টিক্স ত্রিপুরা সব থেকে জনপ্রিয় এবং সফল খেলা। জিমন্যাস্টিক্স থেকে বহু সম্মান ত্রিপুরাকে এনে দিয়েছেন রাজ্যের জিমন্যাস্টরা। গোটা দেশে তো বটেই আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও ত্রিপুরাকে মানুষ চিনেছে জিমন্যাস্টিক্স দিয়েই। অথচ জিমন্যাস্টদের উন্নত প্রশিক্ষণের জন্যে ফোম পিটের খুব প্রয়োজন ছিল। রাজ্যে নয়া সরকার ক্ষমতায় আসার পর এই অভাব দূর করে জিমন্যাস্টদের উন্নত প্রশিক্ষণের সুবিধা তৈরি করে দিতে জরুরী ভিত্তিতে উদ্যোগ গ্রহণ করে। ত্রিপুরা ক্রীড়া পর্ষদ গঠনের পর এবিষয়ে জোর দেয়া হয় এবং দীর্ঘদিনের এই সমস্যার নিরসন করে। ফোম এনে ফোম পিট চালু করা হয়। এখন আর অলিম্পিয়ান দীপা কর্মকার থেকে শুরু করে রাজ্যের কোন জিমন্যাস্টদের উন্নত প্রশিক্ষণের জন্যে রাজ্যের বাইরে গিয়ে বহু টাকা খরচা করে এবং কষ্ট সহ্য করতে প্রশিক্ষণ নিতে হবে না। এখানেই এই সুযোগ জিমন্যাস্টরা নিতে পারছে। যা এক বিশাল সাফল্যের দিক। সেইসঙ্গে রাজ্য সরকার প্রায় ৩০ লক্ষ টাকা খরচা করে জিমন্যাস্টিক্সের উন্নত আন্তর্জাতিক সরঞ্জাম আনার উদ্যোগ নিয়েছে। খুব শীঘ্রই ওই সরঞ্জাম রাজ্যে এসে যাবে।

পরিকাঠামোতে জোর ঃ

রাজ্যে ক্রীড়া পরিকাঠামো তৈরির উপরেও বিশেষ জোর দিয়েছে রাজ্য সরকার। গত এক বছরে বেশ কিছু প্রকল্পের জনে কেন্দ্রীয় সরকার থেকে মঞ্জুরী আনা হয়েছে। উদয়পুরের চন্দ্রপুর স্টেডিয়ামে আর্টিফিসিয়াল ফুটবল মাঠ গড়ে তোলার কাজে হাত দেয়া হয়েছে। পানিসাগরের আঞ্চলিক শারীর শিক্ষণ কেন্দ্র আর্টিফিসিয়াল এথলেটিক্স ট্রেক এবং সুইমিং পুল গড়ে তোলা হবে। বাধারঘাটের দশরথ দেব স্টেডিয়ামে লন টেনিসের কাঠামো তৈরি এবং সেখানে বাস্কেটবল এবং ভলিবলের উন্নত কোর্ট গড়ে তোলার কাজে শীঘ্রই উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। এছাড়া রাজ্যের আটটি জেলাতে একটি করে উন্মুক্ত জিম তৈরি করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। বিগত এক বছরে নেয়া এই পরিকল্পনা গুলিকে বাস্তবে রূপ দিতে কাজ শুরু হয়ে গেছে।

ক্লাবগুলিকে একত্রিকরণ ঃ

রাজ্য খেলাধুলা এবং যুব সম্প্রদায়কে সঠিক পথে চালিত করতে যুব কর্মসূচি ও ক্রীড়া দপ্তরের মাধ্যমে রাজ্যের নয়া সরকার প্রথমবারের মত এক বিশেষ উৎসাহ বর্ধক পরিকল্পনা নিয়েছে। সরকারের নেশা বিরোধী অভিযানকে সফল করতে এবং যুবকদের সঠিক পথে ফিরিয়ে আনতে রাজ্যজুড়ে ক্লাবগুলিকে সহায়তা করতে উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। এর লক্ষ্যে উৎসাহী ক্লাবগুলিকে ক্রীড়া দপ্তরের মাধ্যমে রেজিস্ট্রেশন করানো হয়েছে। সেখানে এক হাজার ৫০টি ক্লাব প্রথম ধাপে নথিভুক্ত হয়েছে। ওই ক্লাবগুলিকে আগামীদিনে ক্রীড়া সামগ্রী দিয়ে উৎসাহিত করা হবে। সেইসঙ্গে রাজ্যের অনুমোদিত ক্রীড়া সংস্থাগুলি গঠনে ওই ক্লাবগুলিও বিশেষ ভূমিকা পালন করতে পারবে।

জাতীয় আসরের সফল আয়োজন ঃ

রাজ্যের বিজেপি জোটের সরকার

চারের পৃষ্ঠায় দেখুন

শুধু পাইয়ে দেওয়া নয়, স্বাভিমান আর মর্যাদায় সবার প্রতিষ্ঠা চাই

ভূপাল চক্রবর্তী

২০১৮ সালের প্রথমদিকে বা তারও কিছুটা সময় আগে রাজ্য রাজনীতির অঙ্গনে গুঞ্জন ছিল বাম বিরোধী ভোট বিভাজন কি আদৌ রোখা যাবে? সমতল এলাকায় যেমন বিজেপি শক্তি বাড়িয়েছে তেমনি কি জনজাতি এলাকায় বেড়ে উঠা আইপিএফটিকে তাদের পাশে নেওয়া সম্ভব হবে? এই রকম প্রশ্ন কার্যত হামেশাই উঠে আসছিল রাজনৈতিক সচেতন মহলের মধ্যে। যদিও বহু ঘটনায় তিপ্রাল্যান্ডের দাবি ক্রমশ মডালিটি কমিটি গঠনে পরিণত হয়ে শেষ পর্যন্ত বিজেপি এবং আইপিএফটি জোটবদ্ধ হয়েই নির্বাচনে লড়াই করেছে বামেদের বিরুদ্ধে। শেষ হাসি হেসেছেন তারাই। নয় সদস্যক রাজ্য মন্ত্রিসভায় দুইজন রয়েছেন আইপিএফটি থেকে। তাদেরই একজন অর্থাৎ আইপিএফটির সুপ্রিমো এনসি দেববর্মা (ভূমি রাজস্ব মন্ত্রী) সরকারের প্রথম বর্ষপূর্তিতে কথা বলেছেন স্যন্দন প্রতিনিধির সঙ্গে।

প্র ঃ নতুন সরকারের এক বছর পূর্তিতে, সরকারের অংশীদার হিসেবে কাজকর্মের বিবেচনা আপনি কিভাবে করেন?

উঃ গত বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপি-আইপিএফটি ঐক্যবদ্ধ ভাবে সিপিএমের বিরুদ্ধে লড়াই করে এবং তার ফলশ্রুতিতে সিপিএম ক্ষমতা থেকে সরে যেতে বাধ্য হয়েছে। আমরা জোট সরকার গঠন করলাম। ১২ জন ক্যাবিনেট মিনিস্টার নেওয়া যেতে পারে, যদিও এখন নয় জনের মন্ত্রীসভা। এর মধ্যে আইপিএফটি'র দুইজন বাকি সাতজন বিজেপি'র। আরও তিনজন মন্ত্রী নেওয়ার বিষয়টি এখনও চূড়ান্ত হয়নি। সেখানে দুইজন বিজেপি থেকে এবং একজন আইপিএফটি থেকে নেওয়ার বিষয়টা বাকি রয়েছে গেছে। সামগ্রিক ভাবে আমাদের জোট সরকার একটা পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে দীর্ঘ বাম শাসনে জনগণের বঞ্চনা ও অবহেলার অবসান ঘটিয়ে রাজ্যের উন্নয়নের ফসলটুকু সবার কাছে পৌছে দেওয়ার লক্ষ্যে কাজ করে চলেছে। বিশেষ করে প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলে মানুষের মধ্যে ন্যূনতম নাগরিক পরিষেবা পৌছে দেওয়ার লক্ষ্যে আমরা কাজ করে চলেছি।

প্রঃ নতুন সরকারের ভূমি রাজস্ব মন্ত্রী ও কৃষি মন্ত্রী হিসাবে আপনার একবছরের কার্যকালের বিশ্লেষণ কিভাবে করবেন?

উঃ আপনি যে দপ্তরগুলোর কথা বলেছেন, এর পাশাপাশি বর্ডার এড়িয়া ডেভলপমেন্ট ও ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট বিভাগটিও আমার তত্বাবধানে রয়েছে। পাশাপাশি আছে ত্রাণ ও পূণর্বাসন। এসব মিলিয়েই রাজস্ব দপ্তর। আমার মনে হয় বর্ডার এড়িয়া ডেভলপমেন্ট ও ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট নিয়ে একটি পৃথক দপ্তর গড়ে তোলার প্রয়োজন রয়েছে। আমরা প্রথমেই ঠিক করলাম রাজ্যের বর্তমান ভূমি আইনটি সংশোধন করার প্রয়োজন রয়েছে। ১৯৬০ সালের এই আইনটি বাম আমলে ১০ বার সংশোধিত হলেও আমরা একাদশতম সংশোধনের উদ্যোগ নিয়েছি। এজন্য একটি ৪ সদস্যক এক্সপার্ট কমিটি গঠন করা হয়েছে। তারা বিভিন্ন রাজ্যের সংশ্লিষ্ট আইনটি খতিয়ে দেখছেন। আগামী মাস দেড়েকের মধ্যেই তারা রিপোর্ট দেবেন। এছাড়া আমরা ক্ষমতায় এসে অনুভব করলাম যে সারা রাজ্যে প্রচুর সংখ্যক খাস জমি বেআইনিভাবে বিভিন্ন পলিটিকাল পার্টি দখল করে রেখেছে। প্রকৃত পক্ষে যেসব ভূমিহীনদের ভূমি পাওয়ার দরকার তাদেরকে বঞ্চিত করেই নিজেদের রাজনৈতিক স্বার্থে জমি দখল করে রাখা হয়েছিল। সেগুলি দখলমুক্ত করার উদ্যোগ নিলাম। ইতিমধ্যেই প্রায় ৯০ শতাংশ কাজ সম্পন্ন। কিছু আইনী জটিলতায় আটকে আছে, ফয়সলা হয়ে যাবে। এছাড়া বেআইনিভাবে দখলকৃত ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানকে সরিয়েও প্রায় ৮০ শতাংশ খাস জমি পুনরুদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে।

প্রঃ ভূমি আইনটির একাদশতম সংশোধনের প্রয়োজন কেন হলো?

উঃ রাজ্যে মোট যে ভূমির পরিমাণ আছে এর মধ্যে চাষযোগ্য ভূমির পরিমাণ প্রায় একতৃতীয়াংশ মাত্র। কাজেই এই জমিগুলিকে পূর্ণ সদব্যবহার করতে পারলেই আমরা খাদ্যে সয়ংভরতার লক্ষ্যে আরও এগিয়ে যাব। এজন্যই বেআইনি দখল উদ্ধার করতে পারলে বহু হাজার একর জমি সরকারের হাতে চলে আসবে। এগুলোকে আমরা ভূমিহীন, গৃহহীন অথবা উভয়হীনদের মধ্যে তাদের আমরা ভূমিবন্দোবস্ত দিচ্ছি। রাজ্যে ২২২টি তহশিল আছে। কিছুদিন আগেও গণ্ডাছড়া তহশিল থেকে ২৫০ পরিবারকে আমরা ভূমি বন্দোবস্ত দিয়েছি। এটা সারা ত্রিপুরাতেই চলছে। এই ভূমি বন্দোবস্ত দিতে গেলে জটিলতা নিরসনের লক্ষ্যেই আইনের একাদশতম সংশোধন প্রয়োজন। বর্তমান আইনে গ্রামস্তরে একটি কমিটি গঠন করা হয় যারা ভূমি বন্দোবস্ত প্রাপকদের তালিকা তৈরি

চারের পৃষ্ঠায় দেখুন

পূর্ত দপ্তর (পানীয় জল ও স্বাস্থ্যবিধান) কর্তৃক জনস্বার্থে প্রচারিত